৭.৫.১ ওয়াশিংটন সম্মেলনের চুক্তিসমূহ

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটন সম্মেলন আরম্ভ হয়েছিল এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই সম্মেলন চলেছিল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে মোট ৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তবে এই চুক্তিগুলির মধ্যে তিনটি চুক্তিই ছিল প্রধান। এই চুক্তিগুলি ছিল—(১) প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির উপর ঔপনিবেশিক মালিকানা এবং সার্বভৌম কর্তৃত্ব সংক্রান্ত চতুঃশক্তির চুক্তি ; (২) দূরপ্রাচ্যে নৌশক্তি ও নৌপ্রতিযোগিতা হ্রাস করার বিষয়ে পঞ্চশক্তির চুক্তি এবং (৩) চীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার বিষয়ে নয় শক্তির চুক্তি। এই তিনটি চুক্তির আনুষঙ্গিক চুক্তি হিসাবে ওয়াশিংটন সম্মেলনে আরও চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

ওয়াশিংটন সম্মেলন দীর্ঘ বিশ বছর পর ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তির অবসান ঘটিয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির উপর ঔপনিবেশিক অধিকার এবং সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিষয়ে ব্রিটেন, জাপান, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর একটি চতুঃশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যায়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একে অপরের অধিকারকে মর্যাদা দেবে। তা সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তবে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি আবার নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় বসবে। এই চুক্তি কোনোভাবেই দূরপ্রাচ্যে ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেনি। ইঙ্গ-জাপান চুক্তি বাতিল করার উদ্দেশ্যেই এই অন্তঃসারশূন্য চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে জাপানেরও অসুবিধা হয়নি। তার কাছে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন সে দেখল যে, ব্রিটেন ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী চুক্তি নবীকরণ করতে রাজি হল না।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে দূরপ্রাচ্যে নৌ-শক্তি প্রশমন সংক্রান্ত একটি পঞ্চশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি কোন্ দেশ কতটা বড়ো যুদ্ধ-জাহাজ রাখতে পারবে, তা নির্ধারিত করে দেয়। বড়ো যুদ্ধ জাহাজ বলতে বোঝানো হয়েছিল ১০,০০০ টনের বেশি ওজনের জাহাজ অথবা ৮ ইঞ্চি থেকে বড়ো ব্যাসের কামানবাহী যুদ্ধ-জাহাজ। মার্কিন বিদেশ সচিব হিউজেসের প্রস্তাব অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে, পাঁচটি স্বাক্ষরকারী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালির নৌবহরের আনুপাতিক হার হবে যথাক্রমে ৫ ঃ ৫ ঃ ৩ ঃ ১.৭৫ ঃ ১.৭৫। কোনো যুদ্ধ-জাহাজের ওজন ৩৫,০০০ টন অতিক্রম করবে না এবং কোনো জাহাজেই ১৬ ইঞ্চির থেকে বড়ো ব্যাসের কামান থাকবে না। জাপান প্রথমে আমেরিকা ও ব্রিটেনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো নৌবহর রাখতে ইতস্তত করে, কিন্তু পরে তা মেনে নেয়। এই চুক্তিতে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হল না, কারণ জাপান নিশ্চিন্ত হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর বৃদ্ধির বিষয়টিও নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বল্গাহীন নৌ-প্রতিযোগিতায় জাপানের পক্ষে আমেরিকার সাথে এঁটে ওঠা কঠিন ব্যাপার হত। তাছাড়া ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের উপস্থিতি ছিল আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে। কিন্তু জাপানের নৌবহরের অস্তিত্ব কেবল প্রশান্ত মহাসাগরেই ছিল। এই পঞ্চশক্তির চুক্তির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানি নৌশক্তির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

Scanned with CamScanner

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান কর্তৃক চীনের শানটুং অঞ্চল দখল করার বিষয়টি ওয়াশিংটন সম্মেলনের সামনে গভীর সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ ভার্সাই চুক্তি জাপানের শানটুং দখল করাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। জাপান শানটুং সংক্রান্ত বিষয়টি ওয়াশিংটন সম্মেলনের বিষয়সূচির অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপান সম্মেলনের মধ্যেই চীনের সাথে শানটুং নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালায় এবং আমেরিকার চাপে চীনকে শানটুং অঞ্চল প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হয়। কিন্তু জাপান মাঞ্চুরিয়া থেকে সরে যেতে অস্বীকার করে এবং চীনের কাছে রাখা একুশ দফা দাবি নিয়ে ১৯১৫২ খ্রিস্টাব্দে চীন-জাপান যে সন্ধি চুক্তি হয়েছিল, তা নিয়েও সম্মেলনে কোনোরকম আলোচনা করতে জাপান তীব্র আপত্তি জানায়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি যোগদানকারী নয়টি দেশই চীন নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি চীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও মুক্তদ্বার নীতি মেনে চলতে স্বীকৃত হয়। পশ্চিমি দুনিয়ায় এই চুক্তিটির কথা ঘটা করে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু চীনের কাছে এই চুক্তি ছিল মূল্যহীন। যদিও শানটুং ফিরে পেয়ে চীন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল, কিন্তু চীন যে আশা নিয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল তার অধিকাংশই ওয়াশিংটন সম্মেলন পূরণ করতে পারেনি। চীনের অভ্যন্তরে বিদেশি শক্তিগুলি যে সমস্ত অন্যায় সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করত, সেগুলি অক্ষুণ্ণ থেকে গিয়েছিল এবং চীনে নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার জন্য তারা যে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল তা অব্যাহত ছিল। চীনের ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, চীনে বিদেশিদের অতি আঞ্চলিক অধিকার এবং চীনা শুল্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ চীনের সার্বভৌমত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কিন্তু ওয়াশিংটন সম্মেলনে এই ব্যবস্থা দুটিকে রদ করার বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট আশ্বাস দেয়নি। তাই চীনের কাছে তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা নিয়ে স্বাক্ষরিত এই নয় শক্তির চুক্তিটি ছিল অর্থহীন।

Scanned with CamScanner